ভোরের কাগজ

তারিখ 11 JAN 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

জেনে রাখুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ইনস্টিটিউট

এম রুহুল আমিন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা গবেষণায় একটি প্রশংসনীয় মাত্রা যোগ হয়েছে। প্রফেসর আমিনুল ইসলাম ও প্রফেসর বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ভাইস-চ্যান্সেলর ও প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদান করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষা কার্যক্রমকে বিশ্বমানে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র আঙ্গিকে দেশের একমাত্র পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়ের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইএইচএস ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যানিটিজ এন্ড সোস্যাল সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করা হয় বর্তমান ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষা বছর থেকে। জাউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক মান ও সিলেবাস অনুযায়ী পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়ের (১) প্রাক-পিএইচডিকালীন এমএস এবং (২) পিএইচডি কোর্স পরিচালনা করা। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে এরূপ পূর্ণাঙ্গ দুটি পোস্ট গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় বেশ পূর্বেই প্রতিষ্ঠা পেলেও বাংলাদেশে এ অনুরূপমানের প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। প্রাক পিএইচডি কোর্স দুবছর মেয়াদি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ডিগ্রিতে নতুনত্ব আছে। এখানে একজন শিক্ষার্থী তার নিজ বিষয় ছাড়াও অন্যান্য অনেকগুলো বিষয়ের ওপর পারদর্শিতা অর্জন করবে। শিক্ষার্থীগণকে এমএইচএস ডিগ্রি অর্জনে অবশ্যই বি-গ্রেড অর্জন করতে হবে। তাছাড়া শেষ সেমিস্টারে গবেষণার নিমিত্ত শিক্ষার্থীকে গড়ে সি-মান অর্জন করতে হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএইচএস ডিগ্রির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ে অধ্যায়ন ও গবেষণার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য টুঙ্গীপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এই ইনস্টিটিউটের কাজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চালু করা হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচনায় এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই ইনস্টিটিউটের কাজ শুরু করা হয়েছে।